ব্যক্তি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

লিয়ঁ ট্রটস্কি

অনুবাদকের নিবেদন

এই বইয়ে ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব-এর অন্যতম রূপকার ও লেলিন-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী তাত্বিক লিও ট্রটস্কির ব্যক্তি সন্ত্রাস ও সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে চারটি ভিন্ন সময়ের এবং ভিন্ন উপলক্ষ্যে লেখা বাংলায় অনুদিত হয়েছে। প্রথমেই জানিয়ে রাখা দরকার, লেখাগুলি মূল রুশ থেকে নয়, বরং ইংরাজী তর্জমা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে, সেই অর্থে তা অনুবাদকের অনুবাদ রূপে আখ্যায়িত হতে পারে। এর কারণ অনুবাদকের রূশ ভাষা জানা নেই এবং সেই সঙ্গে এও সত্য যে তার ইংরাজী ভাষার জ্ঞানও নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং বঙ্গানুবাদে যৎকিঞ্চিত ত্রুটি থেকে যেতেই পারে। তাছাড়া কোথাও কোথাও ভাষার জটিলতা এবং দুর্বোধ্যতা থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এজন্য শুরুতেই পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অনুবাদ সমূহে ইংরেজী অনুবাদের ভাষা এবং ভাব যথাসম্ভব অবিকৃত ও অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

অনুদিত রচনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হলেও রচনাগুলির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। আজকের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি গোটা দুনিয়ার ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদ এক ভয়ানক চেহারা নিয়ে বিরাজ করছে। এই সন্ত্রাসবাদ যেমন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কিংবা জাতিসত্ত্বার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রয়েছে, তেমনিই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেও এর কুপ্রভাব বহুলাংশেই বর্তমান। মার্কিন দেশে ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এর ঘটনা এবং তার ফলশ্রুতিতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর আগ্রাসন গোটা বিশ্বে নতুন করে সন্ত্রাসবাদকে মাথা চাড়া দিতে উস্কানি দিয়েছে। আফগানিস্তানে তো বটেই, এমনকি ইরাকেও যেখানে অতীতে সন্ত্রাসবাদী হানা যেভাবে বিদ্যমান ছিল না - তা আজ দৈনন্দিন ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। এই উপমহাদেশে শ্রীলংকায় তামিলদের, ভারতে কাশ্মীরী এবং উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মুক্তি আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদ মুখ্য ভুমিকায় অবতীর্ন হয়েছে - যদিও সেগুলির সাফল্যের অপেক্ষা ব্যর্থতার মাত্রাই বেশী করে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন - দ্বীপপুঞ্জ, তুরস্ক, মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্থান, বাংলাদেশ এবং আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত আছে। এমনকি ইউরোপ, আমেরিকাতেও বহুদেশে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ প্রায়শ:ই ঘটে চলেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এদেশের এবং অন্যান্য অনেক দেশে মাওবাদী আন্দোলনের একটা অংশ আজ সন্ত্রাসবাদী পথ নিয়েছে। কিন্তু তারাও এই পথে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। তাদের প্রতিশোধপৃহা এবং আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়েও একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে এধরনের কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকেই বাড়িয়ে তোলে, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তা সংহত হয়ে আন্তর্জার্তিক চেহারা নিয়ে আবির্ভুত হয় - যা ইতিমধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

এই লেখাগুলি বাংলায় অনুবাদ করার কারণ হল পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে যারা জাতীয় মুক্তির বা শোষনহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে লড়াই করতে গিয়ে বিপথগামী হয়ে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির খপ্পরে পড়েছেন, কিংবা সেই পথে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবছেন তাদেরকে সে কাজ থেকে বিরত করা এবং সঠিক বিকল্প পথের সন্ধান দেওয়া। এই লেখাগুলি যদি একজন বিপথগামী যুবক বা যুবতীকেও তার ভ্রান্ত পথ পরিবর্তনে সাহায্য করে তবে আমার এই ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সার্থক মনে করব।

- বিজয় ঘোষ

ব্যক্তি সন্ত্রাস সম্পর্কে মার্কসবাদী অবস্থান - লিও ট্রটস্কি (নভেম্বর ১৯১১)

(এই লেখাটি, যার শিরোনাম ছিল ' সন্ত্রাসবাদের উপরে', সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় অস্ট্রিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রাসির তাত্ত্বিক মাসিক পত্রিকা 'ডের ক্যাম্ফ' এর নভেম্বর, ১৯১১ সংখ্যাতে। 'ডের ক্যাম্ফ' এর সম্পাদক ফ্রেইডরিখ এডলার এর অনুরোধে ট্রটস্কি লেখাটি লেখেন। অস্ট্রিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে সন্ত্রাসবাদী চিন্তা বিকাশ লাভ করছিল, তাকে কেন্দ্র করে লেখাটি লেখা হয়েছিল। ইংরাজীতে এর অনুবাদ করেন মেরিলিন ভগ্ত আর জর্জ সণ্ডার্স।)

আমাদের সন্ত্রাস সম্পর্কে অভিযোগ করা আমাদের শ্রেণীশত্রুদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে তারা কি বলতে চায় তা মোটেই পরিস্কার নয়। শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রলেতারিয়েতের যে কোন কার্যকলাপের গায়ে তারা সন্ত্রাসবাদের তক্‌মা এঁটে দিতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মঘট করাই হল সন্ত্রাসবাদের মুখ্য পদ্ধতি। একটি ধর্মঘটের হুমকি, হরতাল, পিকেটিং-এর সংগঠন গড়া, দাস খেদানো মাতবরদের অর্থনৈতিক বয়কট, আমাদের মধ্যেকার কোন বিশ্বাসঘাতককে নৈতিক বয়কট - এগুলি সবই এবং আরও অনেক কিছুকেই তারা সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করে। যদি সন্ত্রাসবাদ বলতে এটাই বোঝানো হয় যে, কোন ধরনের কার্যকলাপ যা শত্রুর ক্ষতি করে বা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে তাই সন্ত্রাসবাদ, তা হ'লে অবশ্যই সমগ্র শ্রেণীসংগ্রামই নিছক সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন একটাই প্রশ্ন থাকে যে, বুর্জোয়া রাজনীতিকদের প্রলেতারীয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সীমাহীন নৈতিক ঘৃণাভরা বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশের কোন অধিকার আছে কি, যখন সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্রই তার আইন, পুলিশ প্রশাসন এবং সৈন্যবাহিনীর দ্বারা গঠিত পুঁজিবাদী সন্ত্রাস চালানোর একটি যন্ত্র।

তথাপি, একথা অবশ্যই বলা যায় যে যখন তারা আমাদের সন্ত্রাসবাদ-এর অভিযোগ অভিযুক্ত করে, তারা চেষ্টা করে সব সময়ে সচেতনভাবে না হলেও - এই শব্দটিকে একটি সংকীর্নতর, কম অপ্রত্যক্ষ অর্থে ব্যবহার করতে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শব্দটির সংকীর্ণ অর্থে, শ্রমিকদের দ্বারা মেশিনপত্র নষ্ট ক'রে দেওয়া হল সন্ত্রাসবাদ। একজন নিয়োগ কর্তাকে খুন করা, একটা কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া কিংবা তার মালিককে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া, একজন সরকারী মন্ত্রীকে রিভলবার হাতে হত্যার প্রচেষ্টা এ সমস্ত পূর্ণাঙ্গ এবং নিশ্চিত অর্থেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের নমুনা। যাই হোক, যে ব্যক্তিরই আন্তর্জাতিক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসীর প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আছে, তারা জানা উচিত যে তা এই ধরনের সন্ত্রাসবাদকে সর্বদাই বিরোধিতা করে, এবং তা করে একদম
নির্মমভাবেই।

কেন?

ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া বা ধর্মঘটকে সংঘটিত করার মাধ্যমে 'সন্ত্রাস' সৃষ্টি করতে একমাত্র শিল্প শ্রমিক বা কৃষিশ্রমিকরাই পারে। একটি ধর্মঘটের সামাজিক গুরুত্ব প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে প্রথমত: যে সংস্থায় বা যে শিল্পশাখায় তার প্রভাব পড়ছে তার বহরের ওপর এবং দ্বিতীয়ত: কি মাত্রায় শ্রমিকরা সংগঠিত, শৃংখলাবদ্ধ ও অ্যাকশন করার প্রস্তুতি নিয়ে অংশগ্রহণ করছে। এটা রাজনৈতিক ধর্মঘটের ক্ষেত্রেও অতখানিই সত্য, যতখানি সত্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। সংগ্রামের এই পদ্ধতি আধুনিক সমাজে প্রলেতারিয়েতের উৎপাদনকারী ভূমিকার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত সংগ্রামের পদ্ধতি হয়ে আসছে।

বিকাশের জন্য, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পার্লামেন্টারী উপরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়, কিন্তু যেহেতু তারা আধুনিক প্রলেতারিয়েতকে রাজনৈতিক বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না, সুতরাং আগে হোক বা পরে হোক, শ্রমিকদের পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের অনুমতি তাকে দিতেই হয়। নির্বাচন গুলিতে প্রলেতারিয়েতের গণচরিত্র এবং রাজনৈতিক বিকাশের মাত্রার (যে গুণাবলী আবার তার সামাজিক ভূমিকার দ্বারা, অর্থাৎ সর্বোপরি তার উৎপাদনকারী ভূমিকার দ্বারা নির্ধারিত হয়) প্রকাশ

ঘটতে পারে।

একটি ধর্মঘটের মত নির্বাচনেও পদ্ধতি, লক্ষ্য এবং লড়াই এর ফলাফল সর্বদা নির্ভর করে শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েতের সামাজিক ভুমিকা এবং শক্তির উপর।

কেবলমাত্র শ্রমিকরাই একটি ধর্মঘটকে পরিচালনা করতে পারে। শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার ফলে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া হস্তশিল্পীরা, যাদের সেচের জল কল-কারখানার দ্বারা দূষিত হচ্ছে সেই চাষীরা বা লুম্পেন প্রলেতারিয়েতরা ধ্বংসের নেশায় মেশিন ভাঙ্গতে পারে, কারখানায় আগুন দিতে পারে বা তার মালিককে কে হত্যা করতে পারে।

একমাত্র সচেতন এবং সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী প্রলেতারিয়েতের স্বার্থকে তুলে ধরতে পার্লামেন্টের সভাকক্ষে শক্তিশালী প্রতিনিধিদের পাঠাতে পারে। আর একজন হোমড়া চোমড়া সরকারী কর্তাব্যক্তিকে খুন করতে আপনার পিছনে সংগঠিত জনগনের কোন প্রয়োজন নেই। বিস্ফোরণের উপাদান সকলেরই নাগালের মধ্যে আছে এবং একজন 'ব্রাউনিং'কে যে কোন স্থানে পাওয়া যাবে।

প্রথম ক্ষেত্রে একটি সামাজিক সংগ্রাম বিদ্যমান, যার পদ্ধতি এবং উপায় স্বভাবতঃই বিরাজমান সামাজিক বিন্যাসের চরিত্র থেকেই উদ্ভুত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল একটি বিশুদ্ধ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া যা চীনে কি ফ্রান্সে সর্বত্রই এক, যার বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশের ধরন অতীব আকর্ষণীয়(খুন বা বিস্ফোরণ বা অনুরূপ কিছু) , কিন্তু সমাজ ব্যবহার স্থায়িত্বের নিরিখে সম্পূর্নরূপে নিরাপদ।

একটি পরিমিত আকারের ধর্মঘটেরও সামাজিক প্রভাব আছে। তা শ্রমিকের আত্মপ্রত্যয় বাড়ায়, ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ ঘটায় এবং এমনকি প্রায়শঃই উৎপাদন প্রক্রিয়াতেও উন্নতি ঘটায়। অন্যদিকে কারখানার মালিককে হত্যা শুধুমাত্র পুলিশী প্রতিক্রিয়াকে উৎসাহিত করে বা মালিকানার পরিবর্তন ঘটায় যার কোনই সামাজিক গুরুত্ব নেই।

একটি সন্ত্রাসবাদী প্রয়াস, এমনকি একটি 'সফল' প্রচেষ্টা দ্বারা শাসক শ্রেণীকে হতচকিত বিহবল ক'রে দেওয়া নির্ভর করে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বিহবলতা ক্ষণস্থায়ী। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সরকারী মন্ত্রীদের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠে না এবং তাদের নির্মূলীকরণের সাথে সাথে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নির্মূল হ'য়ে যায় না। যে শ্রেণীকে সেই রাষ্ট্র সেবা করছে তারা সর্বদাই নতুন লোক খুঁজে পায়, প্রক্রিয়াটা অক্ষত থাকে এবং তার কার্যকলাপ চালিয়ে যায়।

কিন্তু একটি সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা শ্রমজীবি জনতার নিজেদের মধ্যেই যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তা অনেক বেশী গভীর। যদি একজন তার লক্ষ্য অর্জনের একটি পিস্তল হাতেই সক্ষম হয় তাহলে আর শ্রেণী সংগ্রাম গড়েতোলার প্রচেষ্টা নেওয়ার কি প্রয়োজন? যদি একমুঠো বারুদ আর খানিকটা সীসা দিয়েই শত্রুর গলা বিদ্ধ করা যায় তাহলে শ্রেণী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যদি বিস্ফোরণের গর্জন দিয়ে উপরতলার ব্যক্তিদের ভীত সন্ত্রস্ত ক'রে তোলা সম্ভব হয় তবে আর পার্টির দরকার কি? যদি এত সহজেই পার্লামেন্টের গ্যালারি থেকে মন্ত্রীদের তখত এর দিকে তাক্ করা যায় তাহলে মিটিং, গণ-আন্দোলন কিংবা নির্বাচনের প্রয়োজন কি?

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ গ্রহণীয় নয় এই কারণে যে তা মানুষের নিজস্ব সচেতনতার ভুমিকাকে খাটো করে।

. জনগণ নিজেদের শক্তিহীনতা ও অক্ষমতাকেই ঠিক বলে ভাবতে থাকে এবং তারা আশা করে তাকিয়ে থাকে একজন মহান প্রতিহিংসাকামী মুক্তিদাতার আবির্ভাবের জন্য, যিনি একদিন আবির্ভূত হয়ে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবেন।

'কৃতকর্মের মাধ্যমে প্রচার' এর নৈরাজ্যবাদী পয়গম্বররা জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রভাবের ফলে তাদের উদ্দীপ্ত হওয়া বা উত্তোলিত হওয়ার স্বপক্ষে যত খুশি যুক্তি খাড়া করতে পারে, তাত্ত্বিক পর্যালোচনা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা প্রমাণ করে। সন্ত্রাসবাদী কাজ যতবেশী 'কার্যকরী' হবে যত বেশী তারা প্রভাব পড়বে, যতবেশী তার প্রতি জনগণের আগ্রহ বাড়বে - ততবেশী জনগণের নিজস্ব সংগঠন গ'ড়ে তোলার ও নিজস্ব শিক্ষার বিকাশের

উৎসাহ কমে যাবে।

কিন্তু বিস্ফোরণের ধোঁয়া পরিস্কার হয়ে যায়, ভীতি দূর হয়ে যায়, নিহত মন্ত্রীর স্কুলে তার উত্তরসূরীর আগমন হয়, জীবন পুনরায় পুরনো পথেই চলতে থাকে, পুঁজিবাদী শোষণের চাকা আগের মতই ঘুরতে থাকে। কেবল পুলিশী সন্ত্রাস আরও হিংসাত্মক ও নির্মম হয় এবং ফলস্বরূপ প্রজ্জ্বলিত আশা এবং কৃত্রিমভাবে জাগ্রত গণউদ্দীপনা হতাশা ও নিস্ক্রিয়তার অন্ধকারে ডুবে যায়।

সাধারণভাবে শ্রমিকদের গণআন্দোলনকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দ্যোগ সর্বদাই ব্যর্থ হয়েছে। পূঁজিবাদী সমাজের প্রয়োজন একটি সক্রিয় গতিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীর । এই জন্যই তা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর হাত পা দীর্ঘদিন বেঁধে রাখতে পারেনা। অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদীদের 'কৃতকর্মের মাধ্যমে প্রচার' সর্বদাই দেখিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলির থেকে রাষ্ট্র যান্ত্রিক সন্ত্রাস চালাতে এবং দৈহিকভাবে নিকেশ করে দিতে অনেক বেশী দক্ষ।

যদি তাই হয়, কোথায় তা বিপ্লবকে পরিত্যাগ করে? এই ধরনের ঘটনা কি তাকে অসম্ভব ব্যাপার প্রতিপন্ন করে না এবং নাকচ করেনা? মোটেই না। বিপ্লব নিছক কতকগুলি যান্ত্রিক প্রয়োগের সরল যোগফল নয়। বিপ্লব আসতে পারে কেবল মাত্র শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর ক'রে এবং তার বিজয় সুনিশ্চিত হ'তে পারে একমাত্র প্রলেতারিয়েতের সামাজিক কার্যকলাপ এর মাধ্যমে। গণ-রাজনৈতিক ধর্মঘট, সশস্ত্র অভ্যুথান, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল - সবই নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উন্নতি, শ্রেণী শক্তিগুলির জোটবদ্ধতা, প্রলেতারিয়েতের সামাজিক গুরুত্ব এবং সর্বোপরি সৈন্যবাহিনীর সামাজিক গঠন ও বিন্যাসের উপর, যেহেতু বিপ্লবের সময়কালে রাষ্ট্রক্ষমতার ভবিষ্যৎ যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তা হলো সশস্ত্র বাহিনী।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসী যথেষ্ট বাস্তববাদী, তা বিদ্যমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতির থেকে উদ্ভুত বিপ্লবকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে না। এর বিপরীতে তা খোলা মনে বিপ্লবের সাথে মিলিত হতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীদের বিপরীতে এবং তাদের সাথে সরাসরি সংঘাতের পথে, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসী সেই সমস্ত পদ্ধতি এবং উপায়কে বর্জন করে যা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে সমাজের অগ্রগতি ঘটানোর প্রচেষ্টা নেয় এবং প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী ক্ষমতার অপর্যাপ্ততাকে রাসায়নিক প্রস্তুতির দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে।

একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি হিসেবে উন্নীত হওয়ার আগে সন্ত্রাসবাদ উপস্থিত হয়েছিল প্রতিশোধের ব্যক্তিগত ধরন হিসেবে। তা হ'য়েছিল রাশিয়ায়- যা ছিল সন্ত্রাসবাদের আদর্শ ক্ষেত্র। রাজনৈতিক বন্দীদের কষাঘাতের ফলে সাধারন ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের বহি:প্রকাশ হিসেবে। ভেরা জাসুলিচ প্ররোচিত হয়েছিলেন জেনারেল ট্রেপভকে হত্যার প্রচেষ্টা নেওয়াতে। তার উদাহরণকে অনুকরণ করেন সেই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি মহল, যাদের কোনো গণ সমর্থন নেই। যা শুরু হয়েছিল একটি অচিন্তাশীল প্রতিশোদের ঘটনা হিসেবে, তাই ১৮৭৯-৮১তে একটি সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হল। (পিপলস্ উইল নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন-এর উল্লেখ যা ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় জার আলেকজান্ডারকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল।) পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় নৈরাজ্যবাদীদের হত্যা প্রচেষ্টার অভ্যুদয় ঘটেছিল সর্বদাই সরকারী তরকে কিছু অপরাধ ঘটানোর পরে যেমন ধর্মঘটীদের উদ্দেশ্যে গুলি চালনা বা রাজনৈতিক বিরোধীদের খুনের পরিপ্রেক্ষিতে। সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক উৎস হল একটি নিস্ক্রমন পথের অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সর্বদাই প্রতিশোধের স্পৃহায় আচ্ছন্ন থাকা।

কোন সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মনুষ্যজীবনের 'চরমমূল্য' এর কথা যারা পরম ভক্তিভরে ঘোষনা করে, সেই সমস্ত বিক্রি হয়ে যাওয়া বেতনভোগী নীতিবাগীশদের সঙ্গে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর যে কোন মিলই নেই; সে কথা নিয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এরাই সেইসব লোক যারা অন্যান্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্নতর চরম মুল্যের নামে - যথা দেশের সম্মান কিংবা রাজার সম্মানের নামে - লাখো লাখো মানুষকে যুদ্ধের নরকে ঠেলে দিতে প্রস্তুত হয়। আজ তাদের জাতীয় বীর হলেন মন্ত্রী, যিনি কিনা ব্যক্তিগত সম্পত্তি

রক্ষার পবিত্র অধিকারের দোহাই দিয়ে - নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপরগুলি চালানোর আদেশ দেন, এবং আগামীকাল, যখন বেকার শ্রমিকের মরিয়া হাত মুষ্টিবদ্ধ হবে বা তারা অস্ত্র তুলে নেবে, তখন তারা কোন প্রকার হিংসা চলা উচিত নয় - এই জাতীয় নিরর্থক কথা বলে হৈ চৈ শুরু করে দেবে।

এই সব নৈতিকতার ধবজাধারী গোঁযার বলদরা যাই বলুক, প্রতিশোধস্পৃহার যৌক্তিকতা আছে। শ্রমিক শ্রেণীর বৃহত্তম নৈতিক কৃতিত্ব এটাই যে দুনিয়ার যা কিছু ঘটে চলেছে তার সবকিছুকেই নির্লিপ্তভাবে, সর্বোত্তম সম্ভাব্য ঘটনা বলে মেনে নেয়নি। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসীর কর্তব্য হল, প্রলেতারিয়েতের অতৃপ্ত প্রতিশোধস্পৃহাকে নিভিয়ে দেওয়া নয়, বরং তাকে বারংবার উস্কে দেওয়া, তাকে আরও গভীরতর করা এবং মানুষের উপর ঘটা সমস্ত অন্যায় অবিচারের প্রকৃত কারণগুলির বিরুদ্ধে তাকে চালিত করা।

আমরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এই জন্যই যে 'ব্যক্তিগত' প্রতিশোধ আমাদের তৃপ্ত করেনা। যাদের সঙ্গে আমাদের হিসেব চোকাতে হবে তারা মন্ত্রী নামক কয়েকজন কর্মচারী নয়, বরং তার চেয়ে অনেক বড় এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, মানবজাতির শরীর ও সত্ত্বার সমস্ত ধরনের অপমানকে বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার বিষাক্ত আগাছা এবং বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখতে শিখতে হবে, যাতে ক'রে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রাম পরিচালনা করা যায়। এই হল সেই দিক্‌নির্দেশ, যাতে প্রতিশোধের জ্বলন্ত আকাঙ্খা মূর্ত হতে পারে, পেতে পারে সবচেয়ে বেশী মানসিক তৃপ্তি।

সন্ত্রাসবাদের দেউলিয়াপনা - লিও ট্রটস্কি (মে ১৯০৯)

(এই লেখাটি একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ, যার শিরোনাম ছিল 'সন্ত্রাস এবং তার দলের পতন (আজেফের ঘটনাবলীর উপর)'।

লেখাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালের মে মাসে পোলিশ 'প্রেগ্ল্যাড সোস্যাল-ডেমোক্রাটিসনি' পত্রিকায়।

প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল সোস্যাল রিভোলিউশানারী দলের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের উচ্চস্থানীয় নেতা ইয়েভনো আজেফকে কেন্দ্র করে যে রোমাঞ্চকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ হিসাবে। জারের গুপ্তচর পুলিশের একজন দালাল হিসাবে আজেফের পরিচয় ফাঁস হয়। একজন দালাল ও প্ররোচক হিসাবে কাজ করার সময়ে আজেফ এমনকি তাকে নিয়োগকারী দপ্তরের মন্ত্রীদের হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত ছিল।

প্রবন্ধের বাকী দুই তৃতীয়াংশ পাওয়া যাবে সাপ্তাহিক সমাজতান্ত্রিক দৈনিক 'দ্য মিলিট্যান্ট' এর ১৯৭৪ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়, যা সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিল।

ইংরাজীতে এর অনুবাদ করেন মেরিলিন ভগ্‌ত।)

পুরো একটা মাস জুড়ে রাশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বের প্রত্যেকের যারাই পড়েন অথবা চিন্তা করেন, তাদের নজর কেন্দ্রীভুত হয়েছিল আজেফ এর ঘটনার উপর। তার মামলাটি বিধিবদ্ধ সংবাদপত্রের দৌলতে এবং আজেফকে শাসন করার ব্যাপারে জুমা ডেপুটিদের দাবী উত্থাপনকে কেন্দ্র করে ডুমায় বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সকলেরই জানা আছে।

এখন সময় হয়েছে আজেফ-এর বিষয়টি পিছনে চলে যাওয়ার। তার নাম এখন আর সংবাদ পত্রে আগের মত ঘন ঘন বেরুচ্ছেনা। যাই হোক, আজেফ কে

চিরকালের জন্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার আগে, আমাদের মনে হয় প্রধান রাজনৈতিক শিক্ষা সমুহের সংকলন করাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় শুধুমাত্র আজেফ-এর ধরনের চক্রান্তের বিশ্লেষণেই নয় বরং সমগ্র সন্ত্রাসবাদের বিষয়েই এবং তার প্রতি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাব সম্পর্কে।

রাজনৈতিক বিপ্লবের একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ-এর পথ অনুসরণ হল রাশিয়ার 'জাতীয়' অবদান।

অবশ্যই 'উৎপীড়ক' কে হত্যা করাটা প্রায় 'উৎপীড়নকারী ব্যবস্থাটার মতই পুরোন, এবং সব দেশের কবিরাই মুক্তির দিশাকে সম্মান জানিয়ে একাধিক স্তুতি গান ও রচনা করেছেন।

কিন্তু সুসংবদ্ধ সন্ত্রাস, শাসনকর্তার পর শাসন কর্তাকে, মন্ত্রীর পর মন্ত্রীকে, রাজার পর রাজাকে খতম করার কর্তব্য- 'সশ্কা'-র পর 'সশকা'(জার দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলেকজান্ডার এর হত্যাকান্ডের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা) , যেমন ১৮৮০র দশকের 'নারদনায়া ভয়লা' (জনগণের ইচ্ছা) র সদস্যরা দক্ষভাবে ছকেছিল সন্ত্রাস-এর কর্মসূচী নিজেদের 'চরমপন্থা'র আমলাতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর এবং নিজস্ব বিপ্লবী আমলাতন্ত্র সৃষ্টি করতে- এই ধরনের সন্ত্রাসবাদ হল রাশিয়ান বুদ্ধিজীবিদের অদ্বিতীয় ও অনবদ্য সৃজনশীল ক্ষমতার ফলশ্রুতি।

অবশ্যই এর নিগুঢ় কারণ রয়েছে এবং আমাদের তা খুঁজে দেখতে হবে প্রথমত: রাশিয়ার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের চরিত্রের মধ্যে এবং দ্বিতীয়ত: রাশিয়ান বুদ্ধিজীবিদের চরিত্রের মধ্যে।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চরমপন্থাকে ধ্বংসের নির্দিষ্ট ধারনাটি জনপ্রিয়তা অর্জনের পূর্বে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে দেখা হতো, বিশুদ্ধভাবে দমনের একটি বাহ্যিক অঙ্গ হিসেবে, যার নিজস্ব সামাজিক সংগঠনের মধ্যে কোন ভিত্তি নেই, এবং সংক্ষেপে এইরূপেই রাশিয়ান রাজতন্ত্র সেখানকার বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের সামনে উপস্থিত হয়।

এই অলীক দর্শনের নিজস্ব ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। পশ্চিমের সংস্কৃতিগত ভাবে উন্নত রাষ্ট্রগুলির চাপে জারতন্ত্র এই চেহারায় হাজির হয়েছে। প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে ধরে রাখতে এরা জনসাধারনকে নির্মম শোষণে নিষ্পেশিত করেছে এবং তদুপরি, এমনকি সুবিধাভোগী ক্ষমতাবান শ্রেণীগুলির পায়ের তলা থেকেও অর্থনৈতিক বনিয়াদকে নস্যাৎ করেছে; এবং এই সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি, পশ্চিমের দেশমুহের অনুরূপ শ্রেণীগুলির তুলনায় উচ্চ রাজনৈতিক চেতনার স্তরে নিজেদের উন্নীত করতে পারেনি।

এর উপরে আবার উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় স্টক এক্সচেঞ্জের শক্তিশালী চাপ যুক্ত হয়েছে। তা জারতন্ত্রকে যত বেশী ঋণ প্রদান করছে, জারতন্ত্র ততই দেশের আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরাসরি নির্ভরতা কমিয়ে ফেলাতে বাধ্য হয়েছে। ইউরোপীয় পুঁজির মাধ্যমে তা ইউরোপীয় সামরিক প্রযুক্তিতে নিজেকে সুসজ্জিত করছে, এবং এইভাবে একটি ''স্বয়ংসম্পূর্ণ'' (অবশ্যই আপেক্ষিক অর্থে) সংগঠন হিসেবে নিজেকে 'সমাজের সমস্ত শ্রেণীর উর্ধে' প্রতিষ্ঠিত করছে।

এই ধরনের পরিস্থিতি স্বভাবতই এইরূপ ধাবূণার জন্ম দেয় যে এই বাহ্যিক কাঠামোটাকে ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে ধূলিস্যাৎ করে দাও।

বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় এই কাজ সম্পাদনা করার তাগিদ অনুভব করে। রাষ্ট্রের মতই এই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ও পশ্চিম এর প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত চাপের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। তাদের শত্রু রাষ্ট্রের মতই এরাও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রার চেয়ে ছিটকে এগিয়ে গেছে - রাষ্ট্র এগিয়েছে প্রযুক্তিগত ভাবে আর বুদ্ধিজীবিরা আদর্শগতভাবে।

এখানে ইউরোপের পুরোন বুর্জোয়া সমাজগুলির মধ্যে বিপ্লবী ধ্যান ধাবূণার বিকাশ ঘটেছিল ব্যাপক বিপ্লবী শক্তির বিকাশের সাথে মোটামুটি সমান্তরালভাবে, সেখানে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় পশ্চিমের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ধ্যানধাবূণা কে সুসংগত অবস্থায় লাভ করতে পেরেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ এর মধ্যে থেকে তারা যেখান থেকে সমর্থন পেতে পারে সেই একনিষ্ঠ শ্রেণীগুলি জন্ম নেওয়ার আগেই, তাদের চিন্তাধারার বিপ্লবীকরণ করে ফেলেছে।

এই পরিস্থিতিতে, বুদ্ধিজীবিদের কাছে নিজেদের বিপ্লবী উদ্দীপনাকে নাইট্রোগ্লিসারিন-এর বিস্ফোরনের শক্তির সাহায্যে জাহির করা ছাড়া আর গত্যান্তর ছিল না। তাই জন্মলাভ করেছিল 'নাবোদনায়া ভেলিয়া'র বিশুদ্ধ সন্ত্রাসবাদ।

দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এই ধারা তার শীর্ষে পৌঁছে ছিল, এবং তারপর দ্রুত ক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে সংখ্যাগতভাবে দুর্বল বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় যতটা প্রতিরোধ গড়ার যোগান দিতে পারে তার সবটাকেই আগুনে সংগ্রাম এর মধ্যে দিয়ে উজাড় করে দিয়ে এবং তার দ্রুত অপচয় ঘঠিয়ে নি:শেষিত হয়ে গেল।

সামাজিক বিপ্লবীদের সন্ত্রাস হল কমবেশী সেই একই ঐতিহাসিক উপাদানের ফলশ্রুতি; একদিকে রাশিয়ান রাষ্ট্রের ''স্বনির্ভর'' স্বৈরাচার, অন্যদিকে ''স্বনির্ভর'' রাশিয়ার বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি মহল।

কিন্তু দু-দুটো দশক কোন রকম প্রভাব ছাড়াই অতিক্রান্ত হতে পারে না এবং যখন সন্ত্রাসবাদীদের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ল, তা আবির্ভূত হল 'প্রেতাত্মা' রূপে, যা 'ইতিহাস কর্ত্তৃক বাতিল' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

১৮৮৩ এবং ১৮৯০ এর পুঁজিবাদী ঝড় ও চাপ এর কালে জন্ম নিয়েছে এবং সংগঠিত হয়েছে বিরাট সংখক শিল্প প্রলেতারিয়েত, যা শ্রমাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাকে বহুলাংশে চূর্ণ করে গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং তাকে শহরের এবং কারখানার সাথে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করেছে।

নারাদনায় ভেনিয়ার পিছনে, সত্যিকারের কোন বিপ্লবী শ্রেণী ছিল না। সামাজিক বিপ্লবীরা আসলে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে দেখতে চাইতো না। অন্তত:পক্ষে তারা এই শ্রেণীর পূর্ন ঐতিহাসিক গুরুত্বকে আমল দিতে চাইতো না।

অবশ্যই সামাজিক বিপ্লবীদের সাহিত্য ঘেঁটে একজন ডজনখানেক উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করতে পারেন এটা প্রমান করতে যে তাদের সন্ত্রাস গণসংগ্রামের বিকল্প নয় বরং তার সহযোগী হিসেবেই চালানো হয়েছে। কিন্তু উদ্ধৃতি গুলি কেবলমাত্র গণ সংগ্রামের তত্ত্বকার মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের মদতকারী চিন্তাবিদদের যে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে তারই স্বাক্ষ্য বহন করে।

কিন্তু এসব কিছু বিষয়কে পরিবর্তন করতে পারেনা। সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম তার মূলগত চরিত্র হিসেবে 'চরম মুহুর্তের' জন্য এমন এক সংহত শক্তিকে দাবী করে, ব্যক্তিগত বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ এর গুরুত্বকে যে পরিমানে অতিমূল্যায়ন করে এবং সর্বোপরি তা এমন ধরনের 'নিগুঢ(গোপন' ষড়যন্ত্র -যে যদি যুক্তিগতভাবে নাও হয়, তাহলেও মনস্তত্ত্বগতভাবে তা জনগণের আন্দোলন গড়ে তোলার কাজকে এবং সাংগঠনিক কাজকে পুরোপুরি বর্জন করে।

সন্ত্রাসবাদীদের কাছে সমগ্র রাজনীতির ময়দানে মাত্র দুটো মুখ্য কেন্দ্রীয় বিষয় আছে : তা হল সরকার এবং খতমের সংগঠন। জেরগুনী (সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশনারী খতমের সংগঠনের একজন প্রতিষ্ঠাতা) যখন মৃত্যুদন্ডাদেশের মুখোমুখি, তখন তার সাথীদের উদ্দেশ্যে লেখেন, ''সরকার সাময়িকভাবে অন্যান্য ধারাগুলির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তা সোস্যালিষ্ট রেভোলিউশনারী পার্টিকে বিনাশ করার লক্ষ্যে তার দিকে সমস্ত আক্রমণ কেন্দ্রীভুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কালায়েভ (আর একজন সোশ্যালিষ্ট রেভেলিউশনারী সন্ত্রাসবাদী) অনুরূপ মুহুর্তে লিখেছেন ''আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, খতমের সংগঠনের নেতৃত্বে আমাদের প্রজন্ম স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করে দেবে।''

সন্ত্রাস-এর কাঠামোর বাইরে যা কিছু তা হল কেবল সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি; বড়জোর একটি সহায়ক পদ্ধতি। বোমা বিস্ফোরণের চোখ ধাঁধানো ঝলকে রাজনৈতিক দলের বহি: সীমারেখা এবং শ্রেণীসংগ্রামের বিভেদরেখার ছিটে ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকেনা, সম্পূর্ন মুছে যায়।

এবং আমরা নয়া সন্ত্রাসবাদের প্রয়োগবিদ্ এবং মহোত্তম রোমান্টিক জেরশুনির কণ্ঠস্বর শুনেছি, যিনি তার সহযোদ্ধাদের তাগাদা দিয়েছেন, ''শুধুমাত্র বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের সঙ্গেই নয়, বরং এমনকি বিরোধী দলগুলির সাথেও ভাঙ্গনকে এড়িয়ে চলুন''।

''জনগণের পরিবর্তে নয়, বরং তাদের সাথে একত্রেই।'' কিন্তু সন্ত্রাসবাদ

হল অতি মাত্রায় 'চরম' সংগ্রাম এর ধরন, যা দলের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ এবং অধীনস্থ ভুমিকায় থাকতে পারে না।

বিপ্লবীশ্রেণীর অনুপস্থিতিতে জন্ম নেওয়া, পরবর্তীকালে বিপ্লবী জনগণের আত্মবিশ্বাসের অভাবে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদ নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে কেবল জনগণের অসংগঠিত অবস্থা এবং দুর্বলতাকে সম্বল করে, তাদের জয়কে যথা সম্ভব খর্ব করে এবং তাদের পরাজয়কে অতিরঞ্জিত ক'রে।

প্রতিবাদী পক্ষের এটর্নী ঝজানভ্, কালায়েভ এর বিচার এর সময় সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন - ''তারা দেখেছিল যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, জনগণ পিচফর্ক (কাঁটাযুক্ত বিশেষ লাঠি) আর মুগুরের মত বহু পুরোন সেকেলে অস্ত্র নিয়ে আধুনিক কালের বাস্তিল দুর্গগুলি ধ্বংস করবে - এটা অসম্ভব ব্যাপার।''

''৯ই জানুয়ারীর পর (সেই রক্তাক্ত রবিবার' এর ধ্বংস যজ্ঞ - যা ১৯০৫ এর বিপ্লবের সুচনা করেছিল) তারা ভাল করেই দেখল কি ঘটছে; এবং তারা র‍্যাপিড ফায়ার রাইফেল এবং মেশিনগান এর জবাব দিল রিভলবার এবং বোমা দিয়ে; এই হল বিংশ শতাব্দীর ব্যারিকেড।''

জনগণের পিচফর্ক (কাঁটাযুক্ত বিশেষ লাঠি) আর মুগুরের বদলে কতিপয় নায়কের রিভলবার, আর ব্যারিকেডের বদলে বোমা- এই হল সন্ত্রাসবাদের প্রকৃত ফর্মুলা।

পার্টির 'কৃত্রিম' তাত্ত্বিকের যতই সন্ত্রাসের ভুমিকাকে অধীনস্থ দেখানোর চেষ্টা করুন না কেন, বাস্তবত এটা সর্বদাই একটি বিশেষ সম্মানের স্থান অধিকার ক'রে থাকে। খতমের সংগঠন, যাকে পার্টির সরকারী পরিচালকেরা কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে স্থান দিয়েছেন, অবশ্যম্ভাবীভাবে তার উপরে, পার্টির এবং তার সমস্ত কার্যকলাপের উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে - যতক্ষন না নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে পুলিশ বিভাগের অধীনে নিক্ষেপ করছে।

এবং সংক্ষেপে বললে ঠিক এই কারনেই পুলিশী ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে খতমের সংগঠনের পতনের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় পার্টিরও রাজনৈতিক বিপর্যয়।

সন্ত্রাসবাদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনবাদী শাসন

(লিও ট্রটস্কি- ১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৭)

(১৯৩০ এর রক্তাক্ত বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে ট্রটস্কিপন্থী বাম বিরোধীপক্ষের (এবং বস্তুত সমগ্র পুরাতন বিপ্লবী ব্যক্তিবর্গের) বিরুদ্ধে সরকারী সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষে সাফাই গাওয়ার উদ্দেশ্যে স্তালিন, তার পুলিশবাহিনী এবং বিচাববিভাগীয় প্রশাসনযন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে নিযুক্ত থাকার, যার মধ্যে হত্যাকাণ্ড এবং অন্তর্ঘাতের অভিযোগগুলিও ছিল।)

(''মস্কো ট্রায়ালে লিও ট্রটস্কি র বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির তদন্তের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন'' এর সামনে ১৯৩৭ সালের ১৭ই এপ্রিল তাঁর বিবৃতিতে ট্রটস্কি বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে আনা স্তালিনের অভিযোগগুলির রাজনৈতিক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে এটা ব্যাখ্যা করেন যে কেন ট্রটস্কিপন্থীরা সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনবাদী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে সন্ত্রাসের ব্যবহারকে গণ্য করে না।)

(কিরভ হত্যার বিষয়গুলি উল্লেখ করছে লেনিনগ্রাদ কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের নেতা সার্গেই কিরভকে, যিনি ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নিকোলায়েভের হাতে খুন হন। নিকোলায়েভ ১৯২৬-২৭ সালে সংযুক্ত বিরোধীপক্ষের মধ্যে জিনোভিয়েভের সমর্থক ছিলেন। তার সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে

অজুহাত করে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ এবং রুশ বিপ্লবের অন্যান্য মূল নেতাদের হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনার অভিযোগে ট্রায়ালে হাজির করা হয়।)
(আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের শুনানি, যা চলেছিল ১৯৩৭ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৭ ই এপ্রিল পর্যন্ত, তার সম্পূর্ণ প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছে 'লিও ট্রটস্কির মামলা' - এই শিরোনাম সহ (মেরিটপ্রকাশক, ১৯৬৯)। নিম্নলিখিত অংশটি ৪৮৮-৪৯৪ নং পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।)

যদি সন্ত্রাসবাদ এক পক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে তাকে বাদ দেওয়ার জন্য বিবেচনা করতে হবে কেন? নানারকম প্রলুব্ধকর সামঞ্জস্য এর ফলে এই যুক্তি মনের মধ্যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে একটি একনায়কত্বের সন্ত্রাসকে, একটি একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের সন্ত্রাসের সাথে একাসনে বসানোর চিন্তা একেবারেই গ্রহনযোগ্য নয়। শাসকগোষ্ঠীর কাছে আদালতের মাধ্যমে হত্যার প্রস্তুতি কিংবা পিছন থেকে আচমকা আক্রমন করে খুন করাটা হল কেবল একটি পুলিশী কৌশলের বিষয়। একটি ব্যর্থতার ঘটনায়, কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় শ্রেনীর দালালদের সর্বদাই বলির পাঁঠা করা যেতে পারে। বিরোধীদের তরফে, সন্ত্রাসের আগাম অর্থ হল সন্ত্রাস চালানোর সমস্ত প্রস্তুতির জন্য সমগ্র শক্তিকে সংহত করা, তার সঙ্গে আগাম জ্ঞান থাকা দরকার যে, এরকম প্রতিটি ঘটনায়, তা সে সফলই হোক বা বিফলই হোক, তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শয়ে শয়ে বলি দিতে হবে। একটি বিরোধীপক্ষ কোন ভাবেই নিজ শক্তির এই ধরনের উন্মাদ অপচয় বরদাস্ত করতে পারেনা। সংক্ষেপে এই জন্যই, এবং অন্য কোন কারণে নয়, ফ্যাসিস্ত একনায়কত্বের রাষ্ট্রগুলিতে সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা চালাতে কমিন্টার্ন উদ্যোগ গ্রহন করেনি। কমিন্টার্নের মতই বিরোধীপক্ষও আত্মহত্যার এই পলিসির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি।

অভিযোগ অনুযায়ী, বা অজ্ঞানতা এবং মানসিক জড়তার উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে, 'ট্রটস্কিবাদীরা শাসক গোষ্ঠীকে নিঃশেষ করার সংকল্পে এইভাবে নিজেদের ক্ষমতায় আসার পথ পরিস্কার করতে চায়।' গড়পরতা ফিলিস্টিনীয়রা, বিশেষত: যারা 'ইউ এস এস আর এর বন্ধু'এর তক্‌মা সেঁটেছে, এই যুক্তি দেয়: 'বিরুদ্ধ বাদীরা ক্ষমতা পাওয়ার লক্ষে প্রয়াস না চালিয়ে পারে না, তারা শাসকগোষ্ঠীকে ঘৃণা না করে পারে না। তাহলে কেন তারা প্রকৃত হিংসার পথ বেচে নেবে না?' অন্যভাবে বলতে গেলে, ফিলিস্টাইনীদের বিষয়টা যেখানে শেষ, বাস্তবে বিষয়টার শুরু সেখানেই। বিরোধীপক্ষের নেতারা বিশেষ ক্ষমতাশালী বা অর্বাচীন কোনোটাই নয়। তারা ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে প্রয়াস চালাচ্ছে কিনা এটা আদৌ প্রশ্ন নয়। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারারই লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। প্রশ্ন হল, বিপ্লবী আন্দোলনের বিশাল অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত হয়ে বিরুদ্ধবাদীরা কি এক মুহূর্তের জন্যও এই বিশ্বাসকে লালন করে সে সন্ত্রাস তাদের ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে দেবে? রাশিয়ার ইতিহাস, মার্কসীয় তত্ত্ব, রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব উত্তর দিচ্ছে : না, তা করেনা।

ঠিক এই জায়গায়, সংক্ষেপে হলেও, সন্ত্রাসের সমস্যার ব্যাখ্যা দরকার, ইতিহাস এবং তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে। এমনও পর্যন্ত আমাকে 'সোভিয়েত বিরোধী সন্ত্রাস'এর সূচনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাই আমি আমার আত্মজীবনীমূলক চরিত্রের প্রকাশ ঘটাতে বাধ্য হচ্ছি। ১৯০২-এ, প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ কারাগারে এবং নির্বাসনে থাকার পর, যখনই আমি সাইবেরিয়া থেকে লণ্ডনের মাটিতে পদার্পণ করলাম, সাশেলবার্গের দুর্গের দ্বিশতবর্ষপূর্তি স্বরণে উৎসর্গীকৃত একটি রচনা আমি লিখি, সেখানকার বন্দীশালার দশা নিয়ে, যেখানে কঠোর শ্রম করানো হত এবং বিপ্লবীদের অত্যাচার করে মেরে ফেলা হত, তার পুংখানুপুংখ বিবরন লিপিবদ্ধ করে। 'এই সব শহীদের রক্ত প্রতিহিংসা দাবী করে' কিন্তু ঠিক তারপরেই আমি যোগ করি 'কিন্তু ব্যক্তিগত নয়, বিপ্লবী প্রতিহিংসা। মন্ত্রীদের খতম করার জন্য নয়, বরং স্বৈরতন্ত্রকে খতম করার জন্য'। এই সমস্ত লাইনগুলি লেখা হয়েছিল পুরোপুরি ব্যক্তিগত সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে। লেখকের বয়স তখন ছিল তেইশ বছর। তার বিপ্লবী কার্যকলাপ চালানোর প্রথম দিক থেকেই সে ছিল সন্ত্রাস

এর বিরুদ্ধে। ১৯০২ থেকে ১৯০৫ এর মধ্যে, ইউরোপের বিভিন্ন শহরে, রাশিয়ান ছাত্রছাত্রী এবং ভিন্নদেশে বসবাসকারী রাশিয়ানদের সম্মুখে আমি বহু সংখ্যক রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেছি সন্ত্রাসবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে, যে আদর্শ এই শতাব্দীর শুরুতে পুনরায় রাশিয়ান যুবক যুবতীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিগত শতকের আশির দশক থেকে শুরু ক'রে, রাশিয়ান-মার্কসবাদীদের দুটো প্রজন্ম, সন্ত্রাসের যুগের বাতাবরনে বাস ক'রে, তার বিষাদময় পরিণতির থেকে শিক্ষা গ্রহন করে, তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দু:সাহসী অ্যাডভেঞ্চার এর বিরুদ্ধে বিরুপ মনোভাবকে মর্মে গেঁথে নিয়েছিলেন। রাশিয়ায় মার্কসবাদের সূচনাকারী প্লেখানভ, বলশেভিকদের নেতা লেনিন, মেনশেভিকদের সবচেয়ে প্রখ্যাত প্রতিনিধি মার্তভ - সকলেই সন্ত্রাসের কৌশলের বিরুদ্ধে শত শত বর্ক্তৃতা দিয়েছেন, হাজার হাজার পাতা লিখেছেন।

এই সমস্ত মার্কসবাদীদের আদর্শগত অনুপ্রেরণায় লালিত হ'য়েছিল অবরুদ্ধ বুদ্ধিজীবিচক্রের বিপ্লবী অ্যালকেমি-র প্রতি আমার কিশোরকালের মনোভাব। আমাদের, অর্থাৎ রাশিয়ান বিপ্লবীদের নিকট সন্ত্রাসের সমস্যা ছিল আক্ষরিক অর্থেই রাজনৈতিক তথা ব্যক্তিগত জীবনস্মরণের প্রশ্ন। আমাদের কাছে, একজন সন্ত্রাসবাদী কেবল একটা উপন্যাসের চরিত্র ছিল না, ছিল জীবন্ত এবং অতি পরিচিত এক চরিত্র। নির্বাসনে আমরা পূর্ববর্তী প্রজন্মের সন্ত্রাসবাদীদের সাথে বছরের পর বছর পাশাপাশি কাটিয়েছি। কারাগারে এবং পুলিশ ফাটকে আমরা আমাদের সময়ের সন্ত্রাসবাদীদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। পিটার এবং পল কেল্লায় যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের মৃত্যুদন্ড বিধান করা হ'য়েছিল আমরা প্রতিনিয়ত তাদের খবরাখবর বার করতাম, কত কত ঘন্টা, কত কত দিন চলে গেছে এই অন্তরঙ্গ আলোচনায়! কতবার আমরা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছেদ করতাম এই সর্বাপেক্ষা জ্বলন্ত প্রশ্নের সুখে। এই সমস্ত বিতর্কের মাধ্যমে পরিপুষ্ট এবং প্রতিফলিত সন্তরাসবাদের উপর রচিত রাশিয়ান সাহিত্য, একটা বৃহৎ পাঠাগার ভরিয়ে দিতে পারে।

যেখানে রাজনৈতিক নির্যাতন নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে সেখানে বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। এই ধরনের কার্যকলাপ প্রায় সর্বদাই একটি বিশেষ লক্ষণযুক্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু যে রাজনীতি সন্ত্রাসকে পবিত্র মনে করে, তাকে একটা পদ্ধতিতে উন্নীত করে, তা সম্পূর্ন আলাদা। ১৯০৭ সালে আমি লিখেছিলাম, ''সন্ত্রাসবাদী কাজ, তার মর্মবস্তুতে, 'চরম মুহুর্তের' জন্য যে ধরনের শক্তি সংঘবদ্ধ করে, যেভাবে ব্যক্তিগত বীরত্বকে অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে, এবং পরিশেষে, তা যে ধরনের ঐন্দ্রজালিক গুপ্ত চক্রান্ত যে - তা জনগণের মধ্যে সমস্ত ধরনের গণউদ্দীপক এবং সাংগঠনিক কাজকে বাতিল করে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, গ্র্যান্ড ভুকাল এবং জারের রাজপ্রসাদের নীচে মাইন পোঁতার জন্য শ্রমিকশ্রেনীর জেলা সমুহ থেকে সরে না আসার অধিকার ও দায়িত্ব মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় রক্ষা ও পালন করবে।' ইতিহাসকে বোকা বানানো বা পাশ কাটানো সম্ভব নয়। শেষ বিচারে ইতিহাস প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দেয়। একটা ব্যবস্থা হিসেবে সন্ত্রাস হল সেই সংগঠনকেই ধ্বংস ক'রে দেওয়া যা নিজের রাজনৈতিক শক্তির অভাবকে পূরণ করতে চায় রাসায়নিক যৌগের মাধ্যমে। অবস্যই, বিশেষ ঐতিহাসকি অবস্থায়, সন্ত্রাস শাসকবর্গের মধ্যেও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে দিতে সক্ষম। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কে ফলটা লাভ করবে? সমস্ত ঘটনাতেই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নিজেরা নয় অথবা জনগণও নয়, যাদের পিছনে এই দ্বৈরথ সংগঠিত হচ্ছে। তাই, তাদের সময়ে, রাশিযান উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা সন্ত্রাসবাদকে অনিবার্যভাবে সমর্থন জানিয়েছে। যুক্তিটা খুবই সরল। ১৯০৯এ আমি লিখেছিলাম, ''যতদূর পর্যন্ত সন্ত্রাস সরকারের পদাধিকারীদের মধ্যে বিশৃংখলা ও হতাশ সৃষ্টি করে (বিপ্লবী দলের মধ্যে বিশৃংখলা ও হতাশা সৃষ্টির মুল্যের বিনিময়ে) সেই পরিমাণে তা উদারনীতিবাদীদের হাতের অস্ত্র হ'য়ে ওঠে।'' একই ধারণা প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় একই ধরনের শব্দে, পঁচিশ বছর পার ক'রে, কিরভ হত্যা সম্পর্কিত বিষয়ে।

ব্যক্তি সন্ত্রাসের কার্যকলাপ-এর ঘটনা সমুহ এই দেশের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা এবং অগ্রগামী শক্তির দুর্বলতাকে সংশয়াতীতভাবে উন্মোচন করে।

১৯০৫ এর বিপ্লব, যা প্রলেতারিয়েতের বিশাল শক্তিকে উন্মোচিত করেছে, তা মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবি এবং জারতন্ত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ লড়াই এর রোমান্টিকতার অবসান ঘটিয়েছে। একগুচ্ছ রচনায় আমি বলেছিলাম, ''রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ মৃত। ... সন্ত্রাস বহু দূরে পূর্বদিকে দেশান্তরিত হয়েছে - পাঞ্জাব এবং বাংলা প্রদেশে। ... এটা হ'তে পারে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশকে এখনও সন্ত্রাসের বাতাবরনের একটা যুগের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু রাশিয়ায় তার নিয়তি ইতিমধ্যেই ইতিহাসের অংশ বিশেষ হ'য়ে গিয়েছে।''

১৯০৭ এ আমাকে আবার দেশান্তরে নির্বাসনে যেতে হয়। তখন প্রতি বিপ্লবের নির্মম কষাঘাত বর্বরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, এবং ইউরোপীয়ান শহরগুলিতে রাশিয়ানদের অসংখ্যা উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছিল। আমার দ্বিতীয়বার নির্বাসনকালের পুরো সময়টা আমি প্রতিহিংসা এবং হতাশার ফলে সৃষ্ট সন্ত্রাস-এর বিরদ্ধে রিপোর্ট এবং নিবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলাম। ১৯০৯ সালে প্রকাশ পেল যে তথাকথিত 'সোস্যালিষ্ট রেভেলিউশনারী' নামক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রধান মাথা হল একজন 'দালাল উদ্দীপক' যার নাম হল আজেফ। জানুযারী ১৯১০এ আমি লিখেছিলাম, ''সন্ত্রাসবাদের অন্ধসঙ্গীদের মধ্যে উত্তেজনার ইন্ধনের হাত নিশ্চয়তার সঙ্গে শাসন করে।'' সন্ত্রাসবাদ আমার কাছে সর্বদাই কেবল 'অন্ধসঙ্গী' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

একই সময়ে আমি লিখেছিলাম: '' জারতন্ত্রের সন্ত্রাসবাদী আমলাতন্ত্রের মোকাবিলায় সংগ্রামে বিপ্লবী আমলাতান্ত্রিক সন্ত্রাস সম্বন্ধে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাশীর আপোষহীন মনোভাব শুধুমাত্র রাশিয়ান উদারনৈতিকদের দ্বারাই নয়, উপরন্তু ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের দ্বারাও নিন্দিত হয়েছে, তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। '' উভয়পক্ষই আমাদের 'তত্ত্ববাগীশ' হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। আমাদের দিক থেকে আমরা রাশিযান মার্কসবাদীরা, রাশিয়ান সন্ত্রাসবাদের প্রতি এই সহানুভুতির কারণ হিসাবে ইউরোপীয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসীর নের্তৃবৃন্দের সুবিধাবাদকে চিহ্নিত করেছি, যারা জনগণের উপর ভরসা ছেড়ে শাসক গোষ্ঠীর শীর্ষনেতাদের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। ''যে কেউ একটি মন্ত্রিত্বের পদ বাগিয়ে নিতে অগ্রসর হয় ..... সেই সঙ্গে তারাও, যারা পোশাকের অভ্যন্তরে একটি নারকীয় যন্ত্র আঁকড়ে, লুকিয়ে থেকে মন্ত্রীকেই অনুসবণ করে, তারা অনিবার্যভাবে মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদার অতিরিক্ত মূল্যায়ন করে। তাদের কাছে ব্যবস্থাটা উবে যায় কিংবা বহু দূরে সরে যায় এবং পড়ে থাকে কেবল ক্ষমতাবান কতিপয় ব্যক্তি।'' বর্তমানে আমরা কিরভ হত্যার সম্পর্কিত বিষয়ে আবার এই চিন্তার সম্মুখীন হয়েছি, যা আমার কার্যকলাপে চলাকালীন কয়েক দশক ধরে সামনে চলেছে।

১৯১১-য় অষ্ট্রিয়ান শ্রমিকদের কয়েকটি গ্রুপের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী মনোবৃত্তি জাগ্রত হয়েছিল। অষ্ট্রিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাশীর তাত্ত্বিক মাসিক পত্রিকা 'দার কেম্প' এর সম্পাদক ফ্রেডরিখ এডলার এর অনুরোধে নভেম্বর ১৯১১-র এই পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদের উপর আমি একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম যার মূল বক্তব্য ছিল:

''যে কোন সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা, এমনকি একটি 'সফল' প্রয়াস, শাসক শ্রেণীকে হতবুদ্ধি করে দেবে কিনা তা নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। সবক্ষেত্রেই এই বিহ্বলতা কেবল ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সরকারী মন্ত্রীদের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নেই এবং তাদের নির্মূলীকরণের সাথে সাথে আপনা আপনি নির্মূল হয়ে যায় না। যে শ্রেণীকে তারা সেবা করে সেই শ্রেণী সর্বদাই নতুন লোক খুঁজে পায়, ব্যবস্থাপনাটা থেকে যায় আর কাজ চালিয়ে যায়।

কিন্তু একটি সন্ত্রাসবাদী প্রয়াসের দ্বারা শ্রমজীবি জনসাধারণের মধ্যে যে বিশৃংখলা তৈরী হয় তা অনেক বেশী গভীর। যদি একজনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে একটা পিস্তলই যথেষ্ট হয় তবে শ্রেণী সংগ্রামের উদ্যোগ নেওয়ার কি দরকার? যদি একমুঠো বারুদ আর একখন্ড সীসা দিয়ে শত্রুর গর্দানে গুলি করা যায় তাহলে শ্রেণী সংগঠনের কি প্রয়োজন? যদি সমাজে উচ্চপ্রতিষ্ঠিতদের বিস্ফোরণের আওয়াজে ভীত সন্ত্রস্থ করে তোলা যায় তাহলে পার্টির আর কি দরকার? যদি একজন পার্লামেন্টের গ্যালারি থেকে মন্ত্রীসভার আসনের দিকে এত সহজেই তাক করতে পারে তাহলে এত মিটিং , গণ আন্দোলন আর নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা

কোথায় ?

মোদ্দা কথায় আমাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তি সন্ত্রাস পরিত্যাজ্য এই কারণে যে তা 'জনগণের চেতনায় তাদের ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করে', তাদের ক্ষমতাহীনতাকে তুলে ধরে তাদেরকে নিরাশ করে এবং তাদের বাধ্য করে এই আশা পোষণ করতে যে একজন মহান প্রতিশোধকামী ও মুক্তিদাতা একদিন তাদের সামনে হাজির হয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণ করবে।''

পাঁচ বছর বাদে, সম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উত্তাপে, যিনি আমাকে এই রচনা লিখতে উদ্যোগী করেছিলেন, সেই ফ্রেডরিখ এডলার ভিয়েনার এক রেস্তোরায় অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি স্টুয়েরখ্ কে খুন করেন। এই সংশয়বাদী এবং সুবিধাবাদী বীরতার ক্রোধ এবং হতাশার বহি:প্রকাশের অন্য কোন রাস্তা খুঁজে পাননি। আমার সহানুভুতি তাই, স্বাভাবিকভাবেই, হেপসবার্গ পদাধিকারীদের পক্ষে ছিল না। যদিও ফ্রেডরিখ এড্লার এর ব্যক্তি ভিত্তিক অ্যাকশান এর বিপরীতে, আমি কার্ল লিবনেখ ট এর কার্যকলাপকে তুলে ধরেছিলাম, যিনি যুদ্ধের সময়ে বার্লিন স্কোয়ারে গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী ইস্তেহার বিলি করেছিলেন।

১৯৩৪ এর ২৮শে ডিসেম্বর, কিরভ হত্যার চার সপ্তাহ বাদে, একটা সময়ে যখন স্তালিনীয় বিচার ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছিল না তাদের 'ন্যায়বিচার' এর তীর কোন দিকে তাক করবে, সেই সময় 'বিরোধীপক্ষের বুলেটিন' এ আমি লিখেছিলাম:

''... যদি মার্কসবাদীরা ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদকে সুনির্দিষ্টভাবে নিন্দা করে - এমনকি যদি সেই গুলির লক্ষ্য হয় জারপন্থী সরকার-এর দালালরা এবং পুঁজিবাদী শোষণ , তাহলে আরও নির্দয়ভাবে তারা পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে নিন্দা করবে এবং পরিহার করবে। নিকোলাইয়েভ এবং তার সঙ্গী সাথীদের বিষয়ীগত ইচ্ছা যাই হোক না কেন তা আমাদের কাছে কোন বিষয় নয়। ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে নরকে যাওয়ার পথ পাকা করা হচ্ছে। যতক্ষন পর্যন্ত না সোভিয়েত আমলাতন্ত্র প্রলেতারিয়েতের দ্বারা অপসারিত হচ্ছে - যে কাজ একদিন অনির্বার্যভাবেই সম্পন্ন হবে - তা শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় এক প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করবে। যদি নিকোলায়েভদের ধরনের সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ে, তা অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতির উপস্থিতিতে, ফ্যাসিস্ত প্রতিবিপ্লবের উপকারে আসতে পারে।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক ফকিরেরা, যারা নির্বুদ্ধিতাকে সম্বল করে, তারাই নিকোলায়েভকে বামপন্থী বিরোধীপক্ষের অনুগত হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করে, যদিও তা ১৯২৬-১৯২৭ সালে বিরাজমান জিনেভিয়েভ গ্রুপ এর অন্তর্গত হিসেবে। কমিউনিষ্ট যুবকদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে মদত বামপন্থী বিরোধীপক্ষ করেনা, করে আমলাতন্ত্র, তাদের অভ্যন্তরীন পচন এর ফলে। 'ব্যক্তিসন্ত্রাসবাদ তার মূলগত অর্থে আমলাতন্ত্রবাদেরই উল্টো পিঠ'। মার্কসবাদীদের কাছে এই নিয়মটা গতকালই আবিস্কৃত হয়নি। আমলাতন্ত্রবাদ-এর জনগণের উপর কোন আস্থা নেই, এবং তার প্রয়াস হল জনগণের বিকল্পে নিজেকে স্থাপন করা। সন্ত্রাসবাদও অনুরূপ আচরন করে, তা জনগণকে খুশী করতে চায় তাদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেই। স্তালিনবাদী আমলাতন্ত্র একটা বিদ্রোহী আরাধ্য নেতা চরিত্র সৃষ্টি করেছে, নেতাদের ঐশ্বরিক বন্দনা প্রদান করেছে। এই আরাধ্য 'বীরপুরুষ'ও হল সন্ত্রাসবাদী ধর্মের আর একটি নমুনা, কেবল বিয়োগাত্মক চিহ্ন যুক্ত। নিকোলায়েভরা মনে করে যে যা করা দরকার তা হল রিভলভার এর সাহায্যে গুটি কয়েক নেতাকে সরিয়ে দেওয়া, যাতে করে ইতিহাস ভিন্ন পথ নেয়। কমিউনিষ্ট - সন্ত্রাসবাদী, একটি আদর্শগত গোষ্ঠী হিসেবে, স্তালিনবাদী আমলাতন্ত্রের মতই একই রক্তমাংসে গড়া।'' (জানুয়ারী , ১৯৩৫, নং - ৪১)

এই লাইনগুলি থেকে আপনাদের নিশ্চয়ই প্রত্যয় হবে যে এগুলি 'হঠাৎ' করে লেখা নয়। এগুলি একটি গোটা জীবনের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ, যা আবার প্রকৃতপক্ষে দুই প্রজন্মের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

এমনিতেই জারতন্ত্রের যুগে, একজন মার্কসবাদী যুবকের সন্ত্রাসবাদীদের দলে চলে যাওয়াটা তুলনামূলকভাবে বিরল ঘটনা- জনগণ-এর অঙ্গুলি নির্দেশ এর

কারণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণেই বিরল। কিন্তু সেই সময়ে দুটি ধারার মধ্যে অন্তত পক্ষে একটা অবিরাম তাত্ত্বিক সংগ্রাম ধারাবাহিকভাবে চলেছিল, দুই পার্টির মুখপত্রগুলি একটি তিক্ত রাজনৈতিক বিতর্কে অংশ নিয়েছিল - প্রকাশ্য বিবাদ একদিনের জন্যেও বন্ধ হয়নি। অন্যদিকে এখন তারা আমাদের জোর করে বাধ্য করতে চাইছে বিশ্বাস করাতে যে যুবক বিপ্লবীরা নয়, বরং রাশিয়ান মার্কসবাদের প্রবীণ নেতারা, যারা তিন তিনটে বিপ্লবের ঐতিহ্য বহন করছে, তারা হঠাৎই, কোন সমালোচনা ছাড়া, কোন আলোচনা ব্যতিরেকেই, ব্যাখ্যার জন্য একটি শব্দও ব্যয় না করে, তারা যাকে সর্বদাই পরিত্যাগ করে এসেছে সেই সন্ত্রাসবাদের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, যা কিনা রাজনৈতিক আত্মহননের পন্থা। এই ধরনের অভিযোগের সম্ভাবনা দেখায় যে স্তালিনবাদী আমলাতন্ত্রের ভিত কত অগভীর, সরকারীভাবে তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাকে তারা কোন স্তরে টেনে নামিয়েছে- সোভিয়েত ন্যায় বিচার এর কথা নয় ছেড়েই দিলাম। তত্ত্বের আলোকে সমৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত রাজনৈতিক দৃঢ(প্রত্যয়কে মিথ্যাবাদীরা প্রতিহত করার চেষ্টা করে অসম্পূর্ণ, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সন্দেহজনক, অস্তিত্বহীন চরম অবাস্তবিক প্রমাণ এর মারফৎ।

গ্রিনসজপান - এর জন্য: **ফ্যাসিস্ত** খুনে বাহিনী এবং স্তালিনীয় পাষন্ডদের বিরুদ্ধে - লিও ট্রন্টস্কি (১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯)

(সূত্র : হার্সেল গ্রিনস্জপান ১৯৩৭ সালের ৭ই নভেম্বর প্যারিসের জার্মান দূতাবাসে এক নামী আধিকারিককে হত্যা করেন। ১৯৩৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী, সোস্যালিস্ট অ্যাপীলে সর্বপ্রথম প্রকাশিত এই প্রবন্ধে ট্রটস্কি গ্রিনস্জপান এর ব্যক্তিগত বীরত্বপূর্ন কার্য্যাবলীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ব্যক্তিহত্যার জুলগত অকার্যকারিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।)

যাদের কেবল একটুখানি রাজনৈতিক ইতিহাস অবগত আছে, তাদের কাছে ফ্যাসিস্ত খুনে দুর্বৃত্তদের দ্বারা সরাসরি এবং কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ইন্ধন যোগানের নীতি পরিস্কার। যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য্যের যে এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি গ্রিনস্জপান -এর অভ্যুদয় হয়েছে। নি:সন্দেহে এ ধরনের কার্যকলাপে সংখ্যা বাড়বে।

আমরা মার্কসবাদীরা বিবেচনা করি - ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদের কৌশল প্রলেতারিয়েতের মুক্তি সংগ্রাম এবং নিপীড়িত জাতি সত্ত্বার মুক্তি সংগ্রাম-এর ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। একজন বিচ্ছিন্ন নায়ক জনগণের বিকল্প হতে পারেনা। কিন্তু আমরা খুব পরিস্কারভাবে বুঝতে পারি নৈরাশ্যজনক আলোড়ন এবং প্রতিহিংসামূলক কার্যকলাপের অনিবার্য পরিণাম কি। আমাদের সমস্ত আবেগ, আমাদের সমস্ত সহানুভূতি এই সব আত্মত্যাগী প্রতিশোধকামীদের প্রতি রয়েছে, যদিও তারা সঠিক দিশার সন্ধান করতে পারেনি। আমাদের সহানুভূতির মাত্রা তীব্রতর হয় কাবণ গ্রিনসজপান একজন রাজনৈতিক যোদ্ধা নয় বরং একজন অনভিজ্ঞ যুবক, প্রায় একটি বালক বলা চলে, যার একমাত্র অভিসন্ধির জন্ম হয়েছিল ক্রোধের অনুভুতি থেকে। যে পুঁজিবাদী আইন তার মাথা কেটে ফেলে দিয়ে পুঁজিবাদী কূটনীতিকে আরও সেবা করতে পারে সেই পুঁজিবাদী আইনের হাত থেকে গ্রিনসজপানকে রক্ষা করা হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর প্রাথমিক এবং আশু কর্ত্তব্য।

আন্তর্জাতিক স্তালিনবাদী প্রকাশনায় ক্রেমলিন-এর প্রভূরা গ্রিনসজপান এর বিরুদ্ধে যে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তা আরও বেশী করে তাদের নির্বোধ প্রশাসন এবং অবননীয় হিংসার পরিচয় বহন করছে। তাদের প্রচেষ্টা হল তাকে নাৎসীদের অথবা ট্রটস্কিপন্থীদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা, যে ট্রটস্কিপন্থীরা কিনা নাৎসীদের সঙ্গে আঁতাত করেছে। উস্কানিদাতা এবং তার দ্বারা প্রতারিতকে একই সাথে কাঠগড়ায় নিক্ষেপ ক'রে স্তালিনবাদীরা গ্রিনসজপানকে যেভাবে চিহ্নিত করেছে, তাতে এই সুযোগে হিটলার-এর খুনে পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কি বলা যেতে পারে এইসব বেতনভোগী 'সাংবাদিক' দের যাদের কিনা লজ্জার লেশমাত্র নেই? সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের

শুরু থেকেই বুর্জোয়ারা সর্বদাই সমস্ত ধরনের হিংসাত্বক বিক্ষোভকে, বিশেষত: সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে, মার্কসবাদের অধ:পতিত প্রভাব হিসেবে আখ্যায়িত ক'রে এসেছে। অন্য সব জায়গায় মত এখানেও স্তালিনবাদীর প্রতিক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা কলুষিত রীতি ধারাবাহিকভাবে বহন করে চলেছে। স্তালিনবাদী সমেত যত প্রতিক্রিয়াশীল জঞ্জাল, এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে, প্রতিটি কার্যকলাপ এবং প্রতিবাদ, প্রতিটি বিক্ষোভের বহি:প্রকাশ এবং জল্লাদদের বিরুদ্ধে প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে চতুর্থ আর্ন্তজাতিকের সম্পর্ক খুঁজে পায়, এবং যথার্থই এর জন্য চতুর্থ আন্তর্জার্তিক গর্ব অনুভব করতে পারে।

মার্কস-এর আমলে আন্তর্জাতিকের বেলাতেও এরকম ব্যাপারটা ছিল। আমরা বাধ্য, স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের প্রকাশ্য মানবিক সংহতি জানাতে গ্রিনসজপান এর প্রতি, তার 'গণতান্ত্রিক' কারাধ্যক্ষদের প্রতি নয় বা তার স্তালিনবাদী কুৎসাকারীদের প্রতি নয়, যারা চায় গ্রিনসজপান এর-শবদেহকে আশ্রয় করে, যদিও আংশিকভাবে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে, মস্কো বিচারের রায় দিতে। ক্রেমলিন-এর কূটনীতি অধ:পতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং একই সাথে তা এই 'আনন্দদায়ক' ঘটনাকে ব্যবহার করে হিটলার ও মুসোলিনীর দেশ সহ বিভিন্ন দেশের সরকারগুলির সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি পূনর্নবীকরণ করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে ক'রে এইসব দেশের পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করা যায়। জুয়াচোরদের মাথারা সাবধান! এই ধরনের প্রনয়ণ কমপক্ষে একডজন বিদেশী সরকারের সামনে স্তালিনের তাৎক্ষনিক 'উদ্ধার' কে অপরিহার্য্য করে তুলবে।

স্তালিনবাদীরা তারস্বরে পুলিশের কানে মন্ত্রনা দিচ্ছে যে গ্রিনসজপান ট্রটস্কিবাদীদের সভা'য় উপস্থিত ছিল; যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা সত্য নয়। যদি সে চতুর্থ আন্তর্জাতিকের আবর্তে ঢুকে পড়ত, তাহলে সে তার বিপ্লবী শক্তির বহি:প্রকাশের একটি ভিন্ন এবং আরও কার্যকারী পন্থা খুঁজে পেত। যে মানুষেরা অন্যায় এবং পাশবিকতার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র চিৎকার করে তারা আদপে সস্তার মানুষ। কিন্তু গ্রিনসজপান -এর মত যারা অনুভব করতে পারে এবং সাথে সাথে প্রয়োগ করতে পারে, প্রয়োজনে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয না, তারা মানবজাতির অতিমূল্যবান সম্পদ।

নৈতিকতার বিচারে, যদিও তার কর্ম পদ্ধতির বিচারে নয়, প্রতিটি তরুণ বিপ্লবীর কাছে গ্রিনসজপান একটি আদর্শ হিসেবে উপস্থিত হতে পারে। গ্রিনসজপান-.এর প্রতি আমাদের প্রকাশ্য নৈতিক সহমর্মিতা আমাদের আরও অধিকার দেয় ভবিষ্যতের সকল সকল গ্রিনসজপানদের, যারা স্বৈরাচার এবং পাশাবিকতার বিরুদ্দে সংগ্রামে নিজেদের জীবন দিতে প্রস্তুত সেইসব আত্মত্যাগীদের উদ্দেশ্যে আমাদের আহবান - 'অন্যপথের সন্ধান করুন'। একজন একক ব্যক্তি প্রতিশোধকামী নয়, বরং কেবলমাত্র একটি বিশাল বিপ্লবী গণআন্দোলন নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করতে পারে, যে আন্দোলন শ্রেনী শোষণ, জাতিগত নিপীড়ন এবং বর্ণনিগ্রহ এর সমগ্র কাঠামোর কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রাখবে না। ফ্যাসিবাদের নজিরবিহীন অপরাধ সমুহ প্রতিহিংসার জন্য যে ব্যাকুলতার জন্ম দেয় তা পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তাদের অপরাধগুলির ক্ষেত্র এতই দৈত্যাকার যে কেবল বিচ্ছিন্নভাবে ফ্যাসিস্ট আমলাদের খতম করলেই সেই প্রতিশোধস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সারা দুনিয়ার হাজার হাজার লাখ নিপীড়িত মানুষকে আন্দোলিত করা এবং তাদেরকে সংগঠিত করে পুরোন সমাজের মূল ঘাঁটিগুলির উপর আঘাত হানাতে নেতৃত্ব দেওয়া। কেবলমাত্র সমস্ত ধরনের দাসত্বের উৎপাটন, ফ্যাসীবাদের চূড়ান্ত ধ্বংস , সমসাময়িক দস্যু এবং খুনে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে জনগণ-এর ক্ষমাহীন রায়দান করার অধিকার জনগণ-এর ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারে, তাদের তৃপ্ত করতে পারে। সংক্ষেপে এই লক্ষ্য পুরণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে চতুর্থ আন্তর্জাতিক । এই আন্তর্জাতিক স্তালিনবাদ -এর প্রভাবে ছড়ানো প্লেগরোগ থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে মুক্ত করবে। এই আন্তর্জাতিক তার

দলের বিভিন্ন স্তরে সংগ্রামী যুবক-যুবতীদের জন্য স্থান করে দেবে, তাদেরকে সমাবেশিত করবে। এই আন্তর্জাতিক আরও বেশী সমৃদ্ধশালী, আরও বেশী মানবিক ভবিষ্যতের পথ করে দেবে।